# 337886 - যে নারী সন্দেহ করছেন যে, বালেগ হওয়ার পরের রমযান তিনি কি রোযা রেখেছিলেন; নাকি রাখেননি। এমতাবস্থায় তার উপর কী আবশ্যকীয়?

## প্রশ্ন

আমি ১০ বছর বা ৯ বছর বয়সে বালেগ হয়েছি। আমার মোটেই মনে পড়ছে না যে, আমি কি প্রথম বছরগুলোতে রোযা পালন করেছি; নাকি পালন করিনি। আমি সন্দেহের মধ্যে আছি। আমি কী করব? আমি কি সেই দিনগুলোর রোযা কাযা পালন করব?

## প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যদি আপনার ছোটবেলা থেকে রোযা রাখার অভ্যাস থাকে; তাহলে মূল অবস্থা হলো আপনি রোযা রেখেছেন। অতএব, সন্দেহের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

আর যদি রোযা রাখা আপনার অভ্যাস না হয়ে থাকে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী অন্য কারো সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমল করা আপনার জন্য জায়েয। তাই আপনার পরিবারকে জিজ্ঞেস করুন। যদি তারা বলে: আপনি রোযা রেখেছেন; তাহলে আপনার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

তাদের সাক্ষ্য প্রবল ধারণা দেয়। বিধিবিধানগুলো প্রবল ধারণার ভিত্তিতেও বিনির্মাণ করা হয়; যেমনিভাবে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতেও নির্মাণ করা হয়।

ফিকাহর একটি সূত্র হচ্ছে: “সর্বাধিক বড় রায়ের উপর আমল করা জায়েয”।

ড. মুহাম্মদ সিদকী আল-বুরনু “মাওসুআতুল ক্বাওয়ায়েদ” গ্রন্থে (৭/৪৫৬) বলেন: সর্বাধিক বড় রায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: প্রবল ধারণা ও অগ্রগণ্যতার দিকটি জানতে পারা।

সূত্রটি নির্দেশ করছে যে, বিধিবিধান বিনির্মাণ করার ক্ষেত্রে নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াক্বীন) পাওয়া না গেলে প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। কেননা অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে অকাট্য জ্ঞান অপ্রাপ্য।[সমাপ্ত]

দুই:

যদি প্রবল ধারণা পাওয়া না যায় যে, আপনি রোযা রেখেছেন; তাহলে কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যক। কেননা মূল অবস্থা হলো: কাজটি না-করা।

আল-কারাফী ‘আল-ফুরুক” গ্রন্থে (১/২২৭) বলেন: “যদি সন্দেহ করে যে, সে কি রোযা রেখেছে; নাকি রাখেনি; তাহলে রোযা রাখা তার উপর আবশ্যক।[সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত কথাগুলো প্রযোজ্য হবে যদি প্রশ্নকারী নারী ওয়াসওয়াসা (শুচিবায়ু)-তে আক্রান্ত না হন। যদি আক্রান্ত হন তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না এবং সে তার শুচিবায়ুর দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।